দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 11 DEC 20.. পৃষ্ঠা ...২... কলাম....

প্রাইমারীর সমাপনীতে 'মেধার বিস্ফোরণ' ঘটলেও

প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষামান

●গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টি বছরের পর বছর উপেক্ষিত ●খোদ রাজধানীতেই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। নেই অবকাঠামো, যাও আছে তা জরাজীর্ণ ●নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, মানসম্মত পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবসহ অন্তহীন সমস্যা

বিভাষ বাড়ৈ ॥ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নানা উদ্যোগের কথা বলা হলেও সঙ্কট উত্তরণে দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি নেই। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় কয়েক বছর যেভাবে পাল্লা দিয়ে 'মেধার বিস্ফোরণ' ঘটেছে এই ধারাবাহিকতায় বাড়তে থাকলে আগামী এক বছরেই শতভাগে পৌঁছাবে পাসের হার। তবে প্রশ্নের মুখেই পড়ে আছে শিক্ষার মান। গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে বছরের পর বছর। সারা দেশে তো বটেই খোদ রাজধানীতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। নেই অবকাঠামো, যাও আছে তাও জরাজীর্ণ। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় টানতে পারছে না শিক্ষক, মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালী পরিবার এমনকি সরকারী স্কুলের শিক্ষকের সন্তানদেরও। যারা সন্তানকে পাঠাচ্ছেন কেজি ও প্রাইভেট স্কুলে। ফলে দেশজুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে নিয়ন্ত্রণহীন কেজিসহ প্রাইভেট স্কুল। গবেষণা সংস্থাগুলো বলছে, মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষক নেই অধিকাংশ কেজিসহ অন্যান্য প্রাইভেট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তবু কাছাকাছি অবস্থান আর কিছুটা চকচকে পরিবেশ পাওয়ায় শিক্ষার্থী বাড়ছে সরকারী নিয়ন্ত্রণহীন এসব স্কুলেই। আর এই সুযোগে অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে কেজি স্কুল। যার মালিকরা ব্যবসার ক্ষতির ভয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণেও আসতে রাজি নয়। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও বছরের পর বছর ধরে কেবল নীতিমালা জারি করেই কাজ শেষ করে আছে। নীতিমালা অনুসারে নিবন্ধনের উদ্যোগ নেই। গত এক বছরে আন্তর্জাতিক দাতা ও গবেষণা সংস্থার নানা প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষার নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছে বেশ কয়েকবার। শুধু গবেষণা সংস্থারই নয়, সাধারণ মানুষের মনেও মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন (১৯ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, স্কুলগুলোয় মানসম্মত পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, সরকারের দেয়া বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তে নোট-গাইডের ওপর শিক্ষার্থীদের নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়া, স্কুলের চেয়ে কোচিং সেন্টারের প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করাসহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন এখন সবার। আবার প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেও পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা নিয়েও আছে লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ক্ষোভ। এই পরীক্ষার ভবিষ্যত কি তাও কেউ জানেন না। মন্ত্রণালয়ের স্পষ্ট কোন ঘোষণা না থাকায় জটিলতা আরও বেড়েছে।

এত কিছুর পরও দেখা যাচ্ছে, প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ছে। এমনকি আগে যেসব স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করত না, এখন সেসব প্রতিষ্ঠানে জিপিএ-৫ পাওয়ার ছড়াছড়ি। পরীক্ষায় পাসের হার বেড়ে যাওয়ায় আশান্বিত মানুষ। কারণ পরীক্ষায় ভাল ফল করে সবাই পাস করবে, এটা সব অভিভাবকই চান। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরীক্ষায় কতজন জিপিএ-৫ পেয়েছে, তা দিয়ে যেমন পরীক্ষার ফলাফলের পরিমাণগত দিক বোঝায়, তেমনি যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষায় পাস করছে তারা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখন অভিজ্ঞতা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে কিংবা আদৌ অর্জন করতে পারছে কি-না সেটাও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থেই। পরীক্ষায় পাসের হার বাড়লেই যে গুণগত মান বাড়বে, একথাকেই কেবল সব সত্য বলে ধরে নেয়া যায় না। পঞ্চম শ্রেণীতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৯৮ দশমিক ৫২ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এর আগে ২০০৯ সালে প্রাথমিক সমাপনীতে ৮৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ পাস করেছিল। এর মধ্যে প্রতিবছরই পাসের হার বেড়েছে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে।

তবে পাসের হার যাই হোক, বাংলাদেশের শিক্ষা বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন আছে বিশ্বব্যাংকের। বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে তাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভর্তির হার বাড়লেও শিক্ষার মান বাড়ছে না। সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শতকরা ৭৫ জন